11:51 76%
← Curriculum.pdf

Group-B

Full Marks-50

Practical: Class Hour-100

Structure of Practical work

Item	Marks
Writing Report	40
Viva	10

Topic: (Each student is required to complete any one of the following)-

1. **Each student is expected to collect two sets of data from their colleges or neighborhood school (sample size ≥50) for the following:**
   - Estimation of central tendencies and standard deviation.
   - Graphical representation of data: Bar chart, frequency polygon, Cumulative Frequency curve, ogive, and location of median and quartile therein.
   - Calculation of coefficient of correlation between two sets of data by appropriate statistical technique

2. **Preparation of Term paper and PowerPoint presentation:** Each student is asked to select a topic from the syllabus and write a term paper within 1000 words. Student is required to present the paper with the help of Power point projection (presentation 8 min. and interaction 2 min.).

3. **Psychological Testing:** Each student is required to administer one standardised test (like-Intelligence test, Personality test, Interest inventory, Aptitude test etc.) to subject/sample and write a report on this.

4. **Project:** The project work will have to be completed according to following steps:
   a) Identification of the problem/topic.
   b) Formulating the objectives – reviewing the relevant literature (if any).
   c) Actual plan of work:
   - Writing the Objectives/questions/hypotheses (wherever possible).
   - Field identification – scope and delimitations.
   - Nature of information /data required- their sources.
   - Collection and organisation of data, analysing and drawing inferences.
   - Reporting.

Note : The project may either be a theoretical critical study or an empirical study

5. **Visit to a place of educational importance and writing a report** (within 2000 words) on the following:
   - Selection of place
   - Educational Importance of the place
   - Planning for visit
   - Documenting and noting down the visit with important features
   - Concluding remarks

Suggested Books:

1. L. Koul – Methodology of Educational Research
2. S. K. Mangal- Statistics in Education and Psychology
3. A. K. Singh – Test, Measurement and Research Methods in Behavioral Sciences
4. অসমিত পাল- গবেষণা পদ্ধতি ও রাশিবিজ্ঞানের কৌশল
5. ড. মুশফিকুর রহমান, শওকত আলী খান এবং স্বপন কুমার দাস- গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান
6. জাকির হুসেন- শিক্ষামূলক গবেষণা

B.A. Education (Honours)

SEMESTER-IV

EDU-H-SEC-P-2(C): Project Work (Practical Course)
Skill Enhancement Course; Credit-2. Full Marks-50

Course Learning Outcomes:
After completion of this course the learner will be able to:

- Explain the process of conducting a Project.
- Prepare a Project Report.

Guideline:
Each student is required to complete anyone project related to any area of the syllabus to be evaluated External Examiner through viva-voce. The project work will be completed within 5000 words or 25 pages (A and to be submitted as per University Schedule:

- Title of the Project: To be selected from the syllabus specified for Core papers.
- Introduction
- Significance of the Study
- Review of Related Literature/ Background of the study
- Objectives of the Study
- Methods and Procedure
- Data Analysis and Discussion
- Conclusion
- References

N.B: Evaluation to be done by External Examiner.
Marks distribution is to be i.e. Report writing-20, Viva Voce-20.

University of Kalyani

Department of Education
B.a.Educatoin(honours)
(Under CBCS Curriculum)

Semester -IV
Course code- EDU-H-SEC-P-2(C)
Course title - project work
Topic - problems of women Education in present Indian Education system

Roll-3114221 No-2164915
Registration -065391 Session -2021-2022

9/23

JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENT OF EDUCATION

From,

Mr. Mithun Kumar Ghosh
Department of Education
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya
Amtala, Murshidabad

This to certify the Project problem's of women education in present Indian education system
Submitted by Sahinur Khatun To the Jatindra Rajendra Mahavidyalaya for the partial fulfillment of the degree of B.A 4th Semester has been prepared by himself. The project Work has been carried out by the investigator under my guidance and supervision.

No part of this work has been submitted to any other Institution for the award of any degree or diploma.

Jatindra Rajendra Mahavidyalaya Pin-742121 Estd.-1986 *Amtala, Murshidabad*

07.09.23

Mr. Mithun Kumar Ghosh

Acknowledgements

আমার এই প্রকল্প পত্রটি সম্পন্ন করার কাজে আমি আমার শিক্ষক ও নির্দেশক মিঠুন কুমার ঘোষ(যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগ) মহাশয়ের কাছ থেকে যে উৎসাহ অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহাবিদ্যালয় শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রী সুফল সরকার মহাশয় উক্ত বিভাগের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা যারা আমাকে সুপরামর্শ ও সঠিক পথ দিক নির্দেশ করেছেন।

বিশেষত সম্মান জানাচ্ছি যতীন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের অন্তর্গত শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগীয় ও গ্রন্থাগারের কর্ম বৃন্দকে। যারা আমাকে বিভিন্ন রেফারেন্স বই ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছেন।

সর্বোপরি উল্লেখ, এ প্রকল্পের কাজটি সুধীজনের সম্পাদিত হলে সার্থক হবে আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

তারিখ 09/09/2023

বিনীত

Sahinur Khatun

Table of content

Serial no	Subject	Page no
1.	Title of the project	1
2.	Introduction	2-3
3	Significance of the study	3-6
4	Objectives of the study	6-7
5.	Review of related literature	7-10
6.	Methods	11
7.	Procedure	11-12
8.	Data analysis and Discussion	12-20
9.	Conclusion	20-21
10	References	22-23

Title of the project

"বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নারী শিক্ষার সমস্যা"

Introduction: প্রাচীন ভারত থেকে বর্তমান আজ পর্যন্ত নারীরা সমাজে অবহেলিত ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের নারী সমাজে তাদের সামাজিক মর্যাদা ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা অন্দরমহলের মধ্যে নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংকীর্ণতা বীজ রোপিত হয়েছিল তা থেকে আজও ভারত মুক্ত নয়। আজও মুসলমান রক্ষণশীলতা সর্বজনীন সমাজে শিক্ষার প্রতিবন্ধক।

ইংরেজরা এ দেশে আসার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের হিন্দুরা নানারূপ কুসংস্কারা আচ্ছন্ন ছিলেন। সেজন্য তারা ছিলেন নারী শিক্ষার বিরোধী।

আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানে পুরুষ ও নারীদের সম অধিকারের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও তার উল্লেখযোগ্যভাবে হয়নি। ভারতের মতো দেশে নারীরা তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এবং তাদের অধিকাংশ অবহেলিত ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

বর্তমান আধুনিক সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা,নারী ক্ষমতায়ন, এবং লিঙ্গ সাম্যতা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষিত নারীরাই পরিবার ও সমাজকে সুন্দর নেতৃত্ব দান এর মাধ্যমে উন্নত করতে পারেন। নারী সমাজে অবহেলিত, অবচেতন ,অজ্ঞ,অশিক্ষিত রেখে কোন জাতি ও দেশের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। তাই জাতির প্রথম কাজ হওয়া উচিত নারীকে ন্যূনতম সুশিক্ষায় সুশিক্ষিতা আদর্শ নৈতিক শিক্ষায় তৈরি করা।

শিক্ষা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে অন্ধ,কুসংস্কার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। কিন্তু কখনো কখনো শিক্ষা ব্যবস্থার অভ্যন্তরে ত্রুটি, অপ্রতুলতার কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে বর্তমানে নারী শিক্ষা উন্নয়নের নানা সমস্যা আছে। ভারতীয় সমাজে কন্যা উপেক্ষা পুত্রকে প্রাধান্য দেয়। দেখা যায় যে, পুত্র সন্তানের জন্য সমস্ত কিছু আয়োজন করে কিন্তু মেয়ের জন্য কিছুই থাকে না। মেয়ের প্রতি এরকম বিরুপ মানসিকতা নারী শিক্ষার উপর কুপ্রভাব ফেলে।

শিক্ষা ছাড়া কখনো পুরুষ হোক বা নারীর মানসিকভাবে উন্নত হতে পারে না। সেই কারণে সমাজ তথা বিশ্বের অগ্রগতির জন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারী শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। একটু প্রবাদ আছে "একজন পুরুষকে শিক্ষিত করা মানে একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা, আর একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটি গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা"পৃথিবীর অর্ধেক জনসমষ্টি নারী। এই অর্ধেক জনসমষ্টি কে শিক্ষার বাইরে রেখে সমাজের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না। এই অর্ধেক জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতি কল্যাণ আসতে পারে না।

Significance of the study:-

শিক্ষা ছাড়া কখনোই পুরুষ হোক বা নারী, মানসিকভাবে উন্নত হতে পারে না। সেই কারণে সমাজ তথা বিশ্বের অগ্রগতির জন্য পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারী শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। যে কোন রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। শিক্ষিত মহিলারাই পারেন তাদের শিশুদের দেশের অগ্রগতি ও বিকাশের পথে পরিচালনা করতে। শিক্ষিত মহিলারা নিজের পরিবার ও সমাজকে সুন্দর নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে উন্নত করতে পারেন। শিক্ষা হলো মানব জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। নিচে নারী শিক্ষা প্রয়োজনতা আলোচনা করা হলো-

1.শিক্ষিত মহিলারা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনা বাড়াতে পারে।

2. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারী শিক্ষা আবশ্যক।

3. শিক্ষিত নারীরা তরুন প্রজন্মের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করে

4. একজন ভারতীয় নারীকে শিক্ষিত করা ভারতের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করেন।

5. কর্মসংস্থান একটি সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেকোনো নারের ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে নারীর শিক্ষা প্রদান গুরুত্বপূর্ণ।

6. শিক্ষিত নারীরা তরুণ প্রজন্মের জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করে।

7. একটি দেশের উন্নয়নের জন্য নারী শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নারীরা শিক্ষিত হলেই দেশ উন্নত হবে।

8. দেশ ও সমাজ উভায়ের অর্থনীতি। একজন শিক্ষিত মহিলা তার সন্তানের পাঁচ বছর বয়সের আগেই মারা যাওয়া সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

9. মায়ের শিক্ষা ও শিশু শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষিত মায়েরায় শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হন।

10. শিক্ষিত নারীরা তাদের পরিবারের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

11. নারী সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশের একটি অংশ। শিক্ষা তাদের সমাজে লিঙ্গ ব্যবধান বন্ধ করতে সাহায্য করে।

12. শিক্ষিত মহিলা কম বয়সে বিয়ে করার সম্ভাবনা কম।

13. নারীর ক্ষমতায়নের একটি বিশেষ দিক হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। নারী শিক্ষা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক। শিক্ষা নারীকে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর ব্যাপারে পুরুষের সমকক্ষ করে তোলে।

14. একজন শিক্ষিত ভারতীয় মহিলা অশিক্ষিত মহিলার বিপরীতে পরবর্তী যুগে ইতিবাচকভাবে অবদান রেখে ভারতীয় সমাজে একটিবাচক প্রভাব ফেলবেন।

15. শিক্ষা আনে সচেতন এ কথা নারীর ক্ষেত্রে সমান ভাবে প্রযোজ্য। অশিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে নিজেদের আইনে অধিকার গুলি বুঝতে পারা ও সেগুলিকে ব্যবহার করা সীমিত হয়ে পড়ে।

16. সমাজে অর্ধেকের বেশি নারী। সেজন্য সমাজকে সবল ও সমৃদ্ধশালী গড়ে তুলতে ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষা প্রয়োজন।

17. এক ডানায় ভর করে যেমন পাখি উঠতে পারে না, সেরকম পুরুষ শিক্ষার উন্নতিতে সমাজ গড়ে উঠতে পারে না।

Objectives of the study:-

সাধারণত প্রতিটি কাজে কিছু না কিছু উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। উদ্দেশ্যহীন কার যথার্থ ও বাস্তব সম্মত নয়। উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে কোন কাজ তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় ।গবেষণাটা উদ্দেশ্য গুলি হল-

1. গ্রামীন এলাকায় নারী শিক্ষার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা খুঁজে বের করা।

2. ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যা অধ্যায়ন করা

3. ভারতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনতা পরীক্ষা করা।

4. ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

5. কর্মসংস্থানে নারী শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে জানা।

6. নারী শিক্ষার সামাজিক সমস্যা খুঁজে বের করা।

7. ভারতের নারী শিক্ষার সুবিধা বিশ্লেষণ করা।

Review of related literature:-

সাহিত্যের পর্যালোচনা হল গবেষক যে সমস্যাটি নির্বাচন করেছেন সেই সমস্যাটির উপর পূর্বে কি ধরনের কাজ হয়েছে সেগুলি খুঁজে বের করা এবং গবেষক নিজের গবেষণা কার্যের সঙ্গে সমন্বয় করে গবেষণার কাজটি পরিচালনা করে থাকেন। "নারী শিক্ষা"বিষয়ে পূর্বে করা কিছু কাজ পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তার পর্যালোচনা নিচে দেওয়া হল -

1.Dr.ajit mondal and Anupam Bagh (2022), women Education in India

- এই পর্যালোচনা টি সামাজিক,সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং কাঠামোগত কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করে যা শিক্ষায় নারীদের প্রবেশাধিকার বাধা দেয় গবেষণাটি সফল উদ্যোগ্য এবং কৌশল গুলিকে তুলে ধরে যায় বাধা গুলি অতিক্রম করতে পারে।

2. Dhamija, Neelam (2006), women Empowerment through Education;role universities '

- গবেষণা থেকে জানা গেছে যে নারীদের শিক্ষিত করা পুরো সমাজের উপকার করে। এটি পুরুষদের শিক্ষার চেয়ে দারিদ্র এবং উন্নয়নের উপর আরো উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এটি শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং শিশু মৃত্যুর হার কমাতে সবচেয়ে প্রভাবশালী কারণ বলে মধ্যে একটি।

3.Rani,M.& chaturvedi,s(2019). Gender Disparities in Education:A Review of literature journal of Gender and social issues,1(1),1-16

- ব্যাপক পর্যালোচনা ভারতকে কেন্দ্র করে শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য পরীক্ষা করে। এই গবেষণায় নারী শিক্ষার হার কম, শিক্ষাব্যবস্থায় লিঙ্গ বৈষম্য এবং নারী শিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টভঙ্গের কারণ অনুসরণ করা হয়েছে। এটি নীতি সংস্কার এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক উদ্যোগ্য সহ এই সমস্যা বলে সমাধানের জন্য হস্তক্ষেপে পরামর্শ দেয়।

4. Agarwal,R k,& Agarwal,R.P(2021). status of women's education in India

- এই পর্যালোচনা ভারতে নারী শিক্ষার অবস্থার একটি ব্যাপক মূল্যায়ন প্রদান করে । এটি দারিদ্র,সাংস্কৃতিক নিয়মাবলী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানসহ মহিলাদের শিক্ষাগত অর্জনকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন কারণ পরীক্ষা করে। অধ্যায়নটি নারী শিক্ষার প্রচারের জন্য এই কারণগুলিকে মোকাবেলার গুরুত্ব তুলে ধরে এবং শিক্ষার লিঙ্গ ব্যবধান পুরনো জন্য নীতি পরিবর্তনের পক্ষে সমর্থন করে।

5.Pattnaik,p & Tripathy,S.R (2019), women's Education in India

- এই পর্যালোচনা টি ভারতে নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধক সক্ষমতা সন্ধান করে। শিক্ষায় নারীদের প্রবেশাধিকার কে বাধা দেয় যেমন বাল্যবিবাহ ,লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং অবকাঠামো অভাব ।গবেষণাটি উদ্যোগ্য এবং কৌশল গুলোকে তুলে ধরে যা এই বাধা গুলি অতিক্রম করতে এবং নারী শিক্ষার প্রচারের জন্য বাস্তবায়িত হয়েছে।

6.dikgana ,moseneke (2011),Access to Education and training

- মহিলাদের জন্য শালিন কাজের পথ এই গবেষণা পথে বলা হয়েছে যে, কোনও সমাজ সত্যিকার পথে অগ্রসর হতে পারেনা এবং স্বাধীন হওয়ার দাবি করতে পারে না যদিও এর অন্তত অর্ধেক দুর্বল করে দেয়। নারীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগের জন্য সংবিধানকে অবশ্যই আইন শাস্ত্রীয় অতীতের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলির বাতিল করতে হবে যেখানে সে অংশগুলিকে আমাদের নতুন সমাজের আদর্শের জন্য উপযুক্ত করে সংরক্ষণ করতে হবে।

7.Kabeer,N,(2018).Gender equality and women's empowerment

- এই নিবন্ধটি শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দিয়ে লিঙ্গ সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। এটি ভারতে শিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোচনা করে এবং মহিলাদের শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নকে উন্নতি করার জন্য সামাজিক নিয়ম এবং লিঙ্গ পক্ষপাতগুলি মোকাবেলার গুরুত্ব অন্বেষণ করে।

Methods:-

বর্তমান গবেষণার কাজকে গুণগত গবেষণার অন্তর্গত। গবেষণার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি সকলের বা দলগুলি সামাজিক ও মানবিক সমস্যা তুলে ধরা ও তার ব্যাখ্যা করা এই ধরনের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের কৌশল হিসাবে সাক্ষাৎকার পর্যবেক্ষণ কেস স্টাডি, দিন লিপি ইত্যাদি ব্যবহার করা।

"নারী শিক্ষা"সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের গুণগত গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা একটি পদ্ধতি। বর্তমানে নারী শিক্ষার গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন।

Procedure :- গুণগত গবেষণার বিশেষ ধাপ রয়েছে সেগুলি হল-

1. একটি গবেষণার সমস্যা চিহ্নিত করা।

2. সাহিত্য পর্যালোচনা।
3. একটু উদ্দেশ্য এবং গবেষণার প্রশ্ন নির্দিষ্ট করা।
4. তথ্য সংগ্রহ করা।
5. তথ্য বিশ্লেষণ।
6. ডেটার গুণমান নির্ধারণ করা।
7. গবেষণা রিপোর্টিং।

Data analysis and Discussion :-

ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা স্বাধীনতার পরে অনেক কমিটি, কমিশন গঠিত হয়েছে কিন্তু সমস্যা আমাদের দেশে সমাজের রন্ধে রন্ধে রয়ে গিয়েছে। দেশের জনগণের মনোভাব পরিবর্তন না হলে এই সমস্যা থেকে যেতে পারে।

A.গ্রামীন এলাকায় নারী শিক্ষার সমস্যা***:-***

1. গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার এখনো বিদ্যমান । প্রয়োজন অনুসারে আঞ্চলিক দূরত্ব বিচার করে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। বিদ্যালয় না থাকায়

মেয়েদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বহু ক্ষেত্রে তারা পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

2..অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজও মেয়েটার জন্য পৃথক মাধ্যমিক স্কুল গড়ে ওঠেনি।

3. গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট দুর্গম কর্দমাক্ত। স্কুলে যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধা জনক যানবাহনের অসুবিধা নারী শিক্ষার প্রসারের একটি অন্যতম বাধা।

4. সাধারণত গ্রামাঞ্চলের কৃষক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মোটেই সচেতন নয়।

5. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলির দূরে দূরে অবস্থিত হয় মেয়েদের বিদ্যালয়ের যাতায়াতে অসুবিধা রয়েছে

6. গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের খুব ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের পারিবারিক কাজকর্মে নানাভাবে সাহায্য করতে হয় তার ফলে তাদের লেখাপড়া শেখার অবকাশ বিশেষ থাকে না।

ভারতে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা:-

1. শিশুর প্রতিপালন, যত্ন, চরিত্র গঠন প্রধানত মেয়েদের উপর নির্ভর করে। অশিক্ষিত নারী শিশুকে শিক্ষিত ও চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে পারেনা।

2. সুশিক্ষিত সুমাতা সু সন্তানের জন্ম দিতে পারে।

3. নারী শিক্ষা জন্মহার কমাতে সাহায্য করে।

4. সুস্থ ,সমন্বিত ,উন্নত সমাজ গঠনের জন্য পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি বাঞ্ছনীয়।

5. সমাজে অর্ধেকের বেশি নারী। সেজন্য সমাজকে সবল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে ব্যাপকভাবে নারী শিক্ষা প্রয়োজন।

6.নারী শিক্ষাগণের পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজা থাকে।

7.এক দানায় ভর করে পাখি যেমন উঠতে পারেনা, সেরকম কেবলমাত্র পুরুষ শিক্ষার উন্নতিতে সমাজ গড়ে তুলতে পারেনা।

8. নারী শিক্ষার জন্ম হওয়ার কমাতে সাহায্য করে।

ভারতে নারী শিক্ষার সমস্যা:-

1. নারী শিক্ষার পক্ষে বিশেষ বাধা কুসংস্কার, দরিদ্র, রক্ষণশীল মনোভাব। এ বাধা মুসলমান সম্প্রদায় অনুন্নত সম্প্রদায় এবং করে মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকট হয়।

2. অর্থনৈতিক দুরবস্থা নারী শিক্ষার বিস্তারে প্রতিবন্ধক। পিতা মাতার আর্থিক ভালো না থাকার জন্য দরিদ্র পরিবারের এখনও পণ্য নিয়ে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে থাকে।

3. বাল্যবিবাহ নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ এর আরেকটি অন্যতম প্রতিবন্ধক। বিবাহের নিম্নতম বয়স সম্পর্কে আইন থাকলেও দরিদ্র পরিবারে বাল্যবিবাহ এখনো প্রচলিত।

4. হস্তশিল্প ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির শিক্ষার সুযোগ মেয়েদের কাছে আজও সামান্য।

5. সমাজ এখনো মনে করে যে মেয়ে হল পরিবারের বোঝা। পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে মেয়েদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করে এই শিশুশ্রম মেয়েদের শিক্ষা থেকে শত যোজন দূরে রেখেছে।

6. এই অপচয় ও অনুন্নতা নারী শিক্ষার একটি অন্যতম আধা। ভারতে একটি সমীক্ষা দেখা গেছে প্রায় 50 শতাংশের কাছাকাছি মেয়েরা শিক্ষার আঙ্গিনায় আসেনি। যারা শিক্ষার আঙ্গিনায় নথিভুক্ত ছিল তাদের অনেকেই আবার বিভিন্ন কারণে পড়া ছেড়ে দিয়েছে যেমন -বিবাহ হয়ে যাওয়া, দরিদ্র ইত্যাদি।

7. অধিকাংশ ভারতবাসী দেশের পাঠ্যক্রম কে মেয়েদের জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে না। অনেকে মনে করেন মেয়েরা অংকে ও বিজ্ঞানের দুর্বল। তাই সামর্থ্য থাকলেও সুযোগের অভাবে বৃত্তীয় কারিগরি শিক্ষার অনেক বিষয় পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

8. মেয়েদের শিক্ষায় রাজনৈতিক দিক থেকে অন্যতম সমস্যা হলো রাজনৈতিক সচেতনা বোধের অভাব। অব দমন, লাঞ্ছিত,অত্যাচারিত হওয়ার ফলে ন্যূনতম রাজনৈতিক সচেতনার গড়ে উঠতে দেখা যায় না।

নারী শিক্ষার সমস্যা সম্ভাব্য সমাধান ;বিশেষ পরামর্শ:-

1. গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিদ্যালয় যাতায়াতের সুবিধা করতে হবে। বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে টিফিন সরবরাহ ব্যবস্থা করতে হবে।

2. গ্রাম অঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। সেজন্য বিদ্যালয়ের বছরে দুই বা তিনবার অভিভাবক সম্মেলন করতে হবে এবং আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে।

3.বাল্যবিবাহ কেবল আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করলেই চলবে না নিরক্ষর। জনসাধারণকে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

4. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুন্নয়ন ও অপচয় বন্ধ করতে হবে। অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ করতে হলে অভিভাবক ও শিক্ষিকাকে বিশেষ সচেষ্টা হতে হবে।

5. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বহু মহিলা পূর্ণ সময় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনা, তাদের জন্য আংশিক সময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

6. মেয়েদের শিক্ষার পথে বাধা হলো নারী শিক্ষার সম্পর্কে প্রতিকূল ধারণা। এ ধারণা দূর হওয়া আবশ্যক। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মেধা নেই এ কথা ঠিক নয়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ হতে পারে বা এগিয়ে যেতে পারে।

7. দুর্গম অঞ্চলে যোগদানকারী শিক্ষকগণকে অতিরিক্ত বেতন ও সুযোগ সুবিধা দিতে হবে।

8. দরিদ্র দূরীকরণ ও দরিদ্র লোকেদের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিশু শ্রমিক হিসাবে অর্থ উপার্জন করতে হবে না।।

9. মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মন থেকে কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব দূর করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

10. অবৈতনিক নারী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করতে হবে।

11. বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী নিবাসের ব্যাপক ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছাত্রী নিবাস তৈরির জন্য বিদ্যালয় গুলিতে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

12. বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'কল্যাণী প্রকল্প'এবং কেন্দ্রীয় সরকার 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা অনেকটা সুনিশ্চিত করেছে। এছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য আরো বিভিন্ন বিদ্যা চালু করতে হবে।

13. শিক্ষার যে পাঠ্যক্রম চালু আছে সেখানে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন নেই। এই বিষয়টি ভাবনার কোন অবকাশ নেই যে মেয়েদের কম্নেনা সম্পন্ন মেয়েরাও ছেলেদের মত সম্মান।

14. সবশেষে সরকার ও জনসাধারণকে নারী শিক্ষার প্রসাদের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

কর্মসংস্থানে নারী শিক্ষার সমস্যা:-

1. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংকুচিত মাধ্যমিক পাশ করে সংসারে বধূ হিসাবে রয়েছেন বর্তমানে ভারতে প্রায় ১০ লক্ষাধিক মহিলা।

2. এখন পর্যন্ত মেয়েদের ভিড় মানবিক শাখায় তাই শিক্ষিত মহিলাদের বেকারত্ব ইতিমধ্যে দেখা গিয়েছে ।এখনো নারী শিক্ষা কর্মবিমুখ এবং বৈচিত্রপূর্ণ নয়।

3. সমাজে নারী ও পুরুষের সমান মর্যাদা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার ব্যবসা করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নারীরা যাতে স্বনির্ভর হতে পারে তার জন্য নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

4. নারীকে স্বাবলম্বী হতে হলে কর্মসংস্থান প্রয়োজন। কেননা কর্মসংস্থানে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে। নারীর জন্য যুগোপযোগী কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

নারী শিক্ষায় সামাজিক সমস্যা:-

1. সামাজিক অবস্থা নারী শিক্ষা বিস্তারে একটা অন্যতম প্রতিবন্ধক।

2. দরিদ্র নিরক্ষর মায়েরা নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ এর পথ অন্যতম অন্তরায় স্বরুপ। নিরক্ষর মায়েরা পড়াশোনার বদলে সন্তানদের ঘর কন্যার কাজে বা অন্য পরিবারের চাকরানীর কাজ বেশি পছন্দ করে, মায়ের নিরক্ষরতা
ছেলেমেয়েদের সাক্ষরতা কে ব্যাহত করেছে।

3. ভারতীয় সমাজ জীবনে এখনো মনে করা হয় কন্যাদায়গস্ত পিতা-মাতার একমাত্র কর্তব্য হল মেয়েদের বিবাহ দেওয়া। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে ঘর কন্যা, সন্তান লালন পালন করা ইত্যাদি সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্য এইসব করে মেয়েদের জীবন থেকে লেখাপড়ায় হারিয়ে যাচ্ছে।

4. ভারতের সমাজ হলো পুরুষ শাসিত। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত হতে হয়। সমাজে মেয়েরা সামাজিক হিংসার কারণে শিক্ষার অঙ্গিনা থেকে অনেকটা দূরে রয়ে গিয়েছে।

5. সমাজে প্রচলিত ধারণা হলো মেয়েরা দেহের কাজ করার জন্য বেশি উপযুক্ত। এই ধারণার বহু মেধা সম্পন্ন মহিলা বিবাহের পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সমর্থন না।

ভারতে নারী শিক্ষার সুবিধা:-

1. নারী শিক্ষা নারীদের সমাজে সমস্যা সমাধানের সাহায্য করে। কোঠারি কমিশন ১৯৬৮ শিক্ষাকে সামাজিক অগ্রগতির জন্য একটি যন্ত্র হিসেবে সুপারিশ করেছিলেন। নারী শিক্ষার মাধ্যমে ভারত তা অর্জন করবে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে।

2. নারী সমাজের সুবিধা বঞ্চিত অংশের একটি অংশ। শিক্ষা তাদের সমাজে লিঙ্গ ব্যবধান বন্ধ করতে সাহায্য করে। সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পুরুষ শিশুদের নারীকে সম্মান দিতে শেখায়।

3. নারী শিক্ষার মাধ্যমে দেশ অর্থনৈতিক এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে এবং করতে পারে এটি জিডিপি ও বাড়াতে পারে

4. শিক্ষিত মহিলারা তার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতে পারে এবং এরাতে পরিবারে উপযুক্ত এবং ভালো সিদ্ধান্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিবাদ। নারী শিক্ষা ভারতের শিশু মানবতার হার ও কমিয়ে দানে।

5. শিক্ষা নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি করবে। একজন সুশিক্ষিত মহিলার আছে ভালো চাকরি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত করার সম্ভাবনা।

Conclusion :- উপরিউক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিত আমরা দেখেছি যে, নারী শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় জর্জরিত। উক্ত

সমস্যাগুলি ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন,ধর্মীয় রীতিনীতি, ধর্মীয় নীতিগুলি অপব্যাখ্যান দেওয়া ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে নারী শিক্ষাগ্রুত সম্প্রসারণের পথে নানা সমস্যা বিদ্যামান। ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা স্বাধীনতার পরে অনেক কমেটি, কমিশন সুপারিশ সত্বেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নারী শিক্ষার আশা নরুপ সম্প্রসারণ সম্ভব হয়নি। সমস্যা আমাদের দেশে সমাজের রন্ধে রন্ধে রয়ে গিয়েছে। দেশের জনগণের মনোভাব পরিবর্তিত না হলে এই সমস্যা থেকে যেতে পারে। জনগণের মনোভাব পরিবর্তন মূল্যবোধ জাগরণ নারী শিক্ষা ও মূল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়ক করবে বলে আশা করা যায়। ভারতে রয়েছে নানা অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ এইসব সম্পদে জাতীয় জীবনে কাজে লাগাতে হলে নারী-পুরুষ সকলকে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্যই নারী ও পুরুষের সম শিক্ষা প্রয়োজন। দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য নারী শিক্ষা উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান হবে। নারী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার হারের সমতা বজায় রাখতে হবে।। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি তে নারী-পুরুষ সমান ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ও জাতীয় জীবনে নানা ক্ষেত্রে চলেছে, সকলে অংশগ্রহণ করেছে। পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। তাই ভারত বর্ষ এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকতে পারে না, সমাজ অর্ধেক অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে রেখে কোনরুপ শিক্ষার আয়োজন সার্থক হতে পারে না।

References:-

বই থেকে পাওয়া তথ্য-

1. ভক্তি ভুষণ ভক্তা-ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা *(2016)*- অ-আ-ক-খ প্রকাশনী

2. জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়- ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক সমস্যা *(2009)* সেন্ট্রাল লাইব্রেরি

3. কারণে হালদার ও বিনায়ক চন্দ্-সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা *(2016)* -আহেলি পাবলিশার্স

4.ড.অজিত মন্ডল ও অনুপ বাগ-ভারতবর্ষের নারী শিক্ষা, *(2022)*-আহেলি পাবলিশার্স

5.ড. প্রদীপ্ত রঞ্জন রায়, অদিতি রায়- সাম্প্রতিক ভারত বর্ষ ও শিক্ষা-*2017*- রীতা পাবলিকেশন।

ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য:-

1. *https://in.docworkspace.com/d/slk-ora3HAD-1gaQG*
2. *https://www.researchgate.net*
3. *PROBLEM _AND_NECESSITY_OF_WOMEN'S EDUCATION IN_INDIA*
4. *https://leverageedu.com/blog/important -of-women-education*
5. *https://ijrti.org/papers/IJCRTI1812017*
6. *https://ijcrt.org/papers/IJCRT2112525*
7. *https://www.vedantu.com/ english/women -educatoin-in-India-essay*

UNIVERSITY OF KALYANI

B.A EDUCATION (HONOURS)

(UNDER CBSC CURRICULAM)

4th SEMESTER

COURSE CODE-EDU-H-SEC-P-2(C)
COURSE TITLE-PROJECT WORK

TOPIC- THE RELEVANCE OF INCLUSIVE EDUCATION TO CHILDREN WITH DISABILITIES TODAY

UNIVERSITY ROLL-	3113221	NO-	2164922
REGISTRATION NO-	065392	SESSION-	2021-2022

STUDY CENTER/ COLLAGE NAME-JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA

9/23

JATINDRA RAJENDRA MAHAVIDYALAYA

DEPARTMENT OF EDUCATION

From,

Mr. Sufal Sarkar
Department of Education
Jatindra Rajendra Mahavidyalaya
Amtala, Murshidabad

This to certify the Project The Relevance of Inclusive Education to Children with Disabilities Today Submitted by Samrin Khatun To the Jatindra Rajendra Mahavidyalaya for the partial fulfillment of the degree of B.A 4th Semester has been prepared by himself. The project Work has been carried out by the investigator under my guidance and supervision.

No part of this work has been submitted to any other Institution for the award of any degree or diploma.

Jatindra Rajendra Mahavidyalaya Amtala, Murshidabad Pin-742121 Estd.-1986

Sufal Sarkar

Mr. Sufal Sarkar

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা এই প্রকল্প টি সম্পূর্ণ করার কাজে আমার শিক্ষক ও নির্দেশক শ্রী সুফল সরকার, যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয় (এডুকেশন বিভাগে)মহাশয় এর কাছ থেকে নিরলস উৎসাহও ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তা গর্ভের সঙ্গে স্মরণ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহাবিদ্যালয় শিক্ষাগত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান শ্রী সুফল সরকার মহাশয় কে এবং বিভাগের সকল অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিন্দুকে যারা আমাকে সুপরামর্শ ও সঠিক দিক নির্দেশ।

বিশেষভাবে সম্মান করছি যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয় এর অন্তর্গত শিক্ষা তত্ত্ব বিভাগীয় ও গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দকে যারা আমাকে বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের ব্যবহার সুযোগ করে দিয়েছেন।

সর্বোপরি উল্লেখ্য এই প্রকল্পের কাজটি সুধিজনের দ্বারা সমাদৃত হলে সমার্থক হবে আমার এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থী

তারিখ -09/09/23

বিনীত

সামরিন খাতুন

TITLE OF THE PROJECT

বর্তমানে প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

-:CONTENTS:-

	PAGE NO
Introduction.....	5
Significance of the study	6-7
objects of the study.....	7-9
Review of related literature.....	10-12
Method and procedure.....	13-14
Data analysis and discussion.....	15-21
Conclusion.....	22
Reference.....	23

➢ ভূমিকা (INTRODUCTION):-

সাধারণত আমরা জানি ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর ৩ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস।

বর্তমান সমাজে চারিদিকে যখন শিক্ষার উন্নয়ন উন্নতি দিকে বাড়ছে।তেমনি সমাজে কিছু প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষার হার দিন দিন কমে যাচ্ছে।আমাদের দেশে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে প্রতিবন্ধীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ব্যাপী প্রতিবন্ধীদের ব্যক্তিদের অবহেলিত করা হয়েছে। এই প্রতিবন্ধী শিশুরা তাদের মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতা দরুণ সব রকমের সামাজিক সুবিধা গুলি ভোগ করতে পারছে না।

প্রতিবন্ধী শিশুরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক শিশুদের মতোই সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে চাই কিন্তু তাদের শারীরিক সমস্যার জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারছে না,উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তারা পিছিয়ে পড়ছে অথচ এরা আমাদের সমাজের একটি অংশ আবার কিছু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধীনে পরিচালিত শিক্ষা কর্মসূচিতে এইসব শিশু অংশ নিতে পারে না।

তারা সমাজের কর্মসূচি এবং প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চাই না।সমাজের কাছে থেকে দূরে থাকতে চাই। একাকীত্ব সৃষ্টি হয়।সমাজ ও তাদের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে থাকে।বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা একত্রে বিচার করলে দেখা যাবে যে মোট জনসংখ্যার ৩ শতাংশ এবং এদের সুযোগ সুবিধা অনেক কম।

তাই আমার মনে হয় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য কৌশল ও বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন আছে সমাজের এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জীবনমান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। মানুষ হিসেবে পরিবার থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

➢তাৎপর্য (SIGNIFICANCE):-

প্রতিবন্ধী মানুষ যেহেতু স্বাভাবিক আত্মনির্ভর জীবনধারণে অক্ষম হয়ে থাকেন, তাই তাদের বেঁচে থাকার জন্য অন্য মানুষের সাহায্য প্রয়োজন হয়। মানুষের এই প্রয়োজন অনুযায়ী সমাজে যে দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধারণা গড়ে ওঠে, তার ওপর ভিত্তি করেই প্রতিবন্ধী মানুষের প্রতি সামাজিক কর্তব্যের দিকটি উঠে আসে। এই সামাজিক কর্তব্য শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তার সমগ্র সামাজিক মানসিকতার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা উচিত। কারণ মানুষ শুধু পরিবারের মধ্যে বেঁচে থাকে না, মানুষ বাঁচে সমাজের ক্রমবিবর্তনের মধ্যে।

যেসব বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে পৃথক তাদের জন্য অবশ্যই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিত করার বিশেষ কিছু গুরুত্ব আছে সেগুলি হল-

ক) প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযুক্ত শিখন এর জন্য প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ বা বিশেষ শিক্ষকের প্রয়োজন আছে।

খ) বধির দৃষ্টিহীন মানসিক প্রতিবন্ধী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ) প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় পঠন সামগ্রী ,উপকরণ সহায়ক, যন্ত্রপাতি, যানবাহন, উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ ইত্যাদি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ঘ) শুধুমাত্র চিহ্নিত করায় নয় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের তাদের চাহিদা ও ক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক স্থানে বিদ্যালয়ে প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রেও শিক্ষার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।স্বাভাবিক শিশুদের মতো প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্ততপক্ষে প্রাথমিক বিষয় সমূহ যেমন (ভাষা,গণিত সমাজবিদ্যা,বিজ্ঞান)শিক্ষিত করে তোলার জন্য তাদের শিক্ষার প্রয়োজন

ঙ) প্রতিবন্ধী শিশুদের মানসিক ও শারীরিক সচেতন গড়ে তুলতে শিক্ষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

চ) জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।বিশেষ শিক্ষার্থীদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের এমনভাবে পাঠদান করা হয় যাতে তারা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ব্যবহারিক বিদ্যা শিখতে পারে এবং পরবর্তীতে তা কাজে লাগাতে পারে।

ছ) কোন একটি দিকে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিক ক্ষমতার পরিচয় পেলে ভবিষ্যৎ জীবনে রুচি রোজগারের জন্য যে বিশেষ ব্যক্তির বিকাশের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

➢ উদ্দেশ্য (OBJECTIVES)

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার যে প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল তার আদর্শগতভিত্তি হলো অন্তর্ভুক্তিকরণ এটি এমন একটি ধারণা যেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিটি শিশুর একটি নির্দিষ্ট সংস্থান ও পরিবেশ থাকবে আদর্শ অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিস্থিতি শিক্ষা সমন্বিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কে সফল করার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রধান তিনটে দিক রয়েছে।

যথা-

(I)প্রয়োজনে পরিষেবা (Essential Services)

(II)সহায়ক পরিষেবা (Support Services)

(III) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিষেবা (Peripheral Services)

এই তিনটি দিক সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো-------

(I)প্রয়োজনে পরিষেবা (Essential Services)

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রথম পরিষেবাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক, শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজনীয় পরিষেবা গুলি সঠিকভাবে না দিতে পারলে তাদের শিখন এ সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যেমন--------

- বিদ্যালয়ে তাদের আসার জন্য পরিবহন ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ করা শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবস্থা করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ পঠন সামগ্রী উপকরণ সহায়ক যন্ত্রপাতি এই সবগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে সমবেদনার সঙ্গে বিচার বিবেচনা করতে হবে।
- দেশে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যায় তুলনায় প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম তাই এই জাতীয় শিশুদের জন্য অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন।

(II)সহায়ক পরিষেবা (Support Services)

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিষেবাটি হলো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিশেষ শিক্ষকের সহায়তা প্রদান করা এই শিক্ষকগণ শিক্ষা গত পরামর্শ দিয়ে প্রতিবন্ধীশিশু শিক্ষক তাদের সাহায্য করে থাকেন----

- সমাজে প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদানের জন্য শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে শিক্ষকদের বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করা।

  অন্ধ শিশুদের সাধারণ মানসিক ক্ষমতার পাশাপাশি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার (যেমন নৃত্য, গীত, হস্তশিল্প) বিকাশ সাধনের জন্য শিক্ষাদান বিশেষ আবশ্যিক।

- প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন ধরনের সরকারের সুযোগ যেমন স্কলারশিপ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন

(III) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিষেবা (Peripheral Services)

প্রয়োজনে পরিষেবা ও সহায়ক পরিষেবা বিষয়ে আমরা উপরিক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারলাম কিন্তু তাছাড়াও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার্থীর আরো অন্যান্য সমস্যা হতে পারে সে সব বিষয়ে পরিষেবা দান করা প্রয়োজন যেমন (স্বাস্থ্য, সঠিক পরামর্শদাতা ,চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন, হীনমন্যতা , বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি।

- প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিবরণী প্রকাশ করা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী যেমন বধির,অন্ধ,শারীরিক অক্ষম এদের জন্য সুচিকিৎসা ব্যবস্থা রাখা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের শারীরিক অক্ষমতা দরুন তারা নিজে থেকে সমাজের কাছ থেকে দূরে সরে যায় তাদের এই হীনমন্যতা দূর করার প্রয়োজন।
- শিশু শারীরিক দুর্বলতা পারস্পরিক অশান্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করা।
- সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত যানবহন, পাঠক্রমের পরিমাণ ,বিনামূল্যে পুস্তক, বিতরণ বৃত্তিপ্রধান ,পরীক্ষা পদ্ধতি শিথিল করতে হবে।

➢ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা(REVIEW OF RELATED LITERATURE)

সাধারণত একটি প্রকল্প বা গবেষণা তাত্ত্বিক কাঠামো ও মৌলিকতা প্রদানের জন্য সাহিত্য পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে এখানে সাহিত্য পর্যালোচনার বিষয়টি নির্বাচিত করা হয়েছে যা শিক্ষায় গঠনমূলক মূল্যায়নের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করে।

❖সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা কেন প্রয়োজন?

গবেষণা ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পর্যালোচনা একটি অত্যাবশ্যকীয়তা কেন করা হয় তার কারণগুলি নিম্নে লেখা হলো:-

★ নির্বাচন গবেষণা এলাকার অন্তর্ভুক্ত সাহিত্য জরিপ করে।
★ বর্তমান জ্ঞানের শূন্যতা চিহ্নিত করে।
★ গবেষণা সমস্যা চিহ্নিত এবং সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করে।
★ অতীত ও বর্তমান সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে গবেষককে তার সঠিক অবস্থান জানাই।
★ বর্তমান সময় পর্যন্ত গবেষণার বিষয় কি কি জ্ঞান গৃহীত হয়েছে তা নির্ধারণ করে।
★ গবেষণা সমস্যা ধারণা সংগঠনে গবেষণা সংশ্লিষ্ট চলক গুলো সঠিকভাবে সনাক্তকরণে ও কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদানের গবেষককে সাহায্য করে।
★গবেষণা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এক ধরনের তথ্য এবং ধারণা চিহ্নিতকরণ।
★ গবেষণা প্রাসঙ্গিক হতে পারে এমন সব পদ্ধতি চিহ্নিত কর।
★ গবেষণা উপকরণ প্রণয়নে ও পরিমার্জনে সাহায্য করে।
★ উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পাঠদান করে।
★একই ক্ষেত্রে অন্যান্য যারা কাজ করেছে গবেষকদের নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে।

★ উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পাঠ প্রদান করে।
★ গবেষণা বিষয়ের ওপর কোন প্রতিবাদী মতামত থাকলে তা চিহ্নিত করে।
★ গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন কৌশল ও অনুসন্ধান করায় গবেষণা নির্দিষ্ট রূপরেখা নির্ধারিত করে।

❖ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা:-

■ প্রতিবন্ধী আইন1994
(Persons With Disability Act 1994)

1994খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক মানবাধিকার সংক্রান্ত যে "বিশ্ব ঘোষণা পত্র" প্রকাশিত হয়। ভারত বর্ষ ছিল তার গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এই ঘোষনার মূল বক্তব্য হলো প্রতিবন্ধীদের একীকরণ সমানধিকার রক্ষা সংক্রান্ত সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।এই ঘোষণার সামঞ্জস্য রেখে ভারত সরকার 1995খ্রিস্টাব্দে প্রতিবন্ধী আইন **PWD –Act 1995(Persons with Disability act)**নামক যুগন্তকারী একটি আইন প্রণয়ন করে।

■ ভারতের পূর্ণবাসন সংস্থা আইন(1983):-
(Rehabilitation Council Of India-RCI)

ভারত সরকার প্রতিবন্ধী পূর্ণবাসন সংক্রান্ত মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য **National Handicapped Council(NHC)**নামে একটি পরামর্শ প্রদানকারী কমিটি গঠন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে সর্বজনীনতা ও অভিন্নতা আনয়ানের জন্য এই কমিটি গঠন হয়।কেন্দ্রীয় সরকার অনতি বিলম্বে **1986** সালে একটি সংস্থান গঠন করে এই সংস্থার নাম দেওয়া হয় "**পূর্ণবাসন সংস্থা**"। কিন্তু এই সংস্থার হাতে আলোচ্য বিষয় কোন আইনি অধিকার না থাকায় বিভিন্ন স্তরের কার্যকারিতা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা যায়। বলাবহুল্য ,এই কমিটি বিশেষ শিক্ষার গুণগত মান

বজায় প্রশিক্ষণ পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালনা করার জন্য আইনি ক্ষমতা প্রাপ্ত একটি সংস্থা গঠনের সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে1992 সালে" আইন "**Rehabilitation Council Of India** "বলবৎ হয়।

ভারতের পুর্ণবাসন সংস্থার কিছু উল্লেখযোগ্য আইন রয়েছে সেগুলি হল :-

(1) National Institute For the Visually Handicapped (NIVH) :-
1979সালে দেরাদুনে এই সংস্থানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য এই প্রতিষ্ঠান দৃষ্টি প্রতিবন্ধীকতা সংক্রান্ত বিশেষ শিক্ষার স্বল্প ও দীর্ঘকালীন বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে বর্তমানে হায়দ্রাবাদ পাটনা ও ভুবনেশ্বরে চেন্নাইতে এর শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

(2)National Institute For the Mentally Handicapped (NIMH):-
1985 সালে সেকেন্দ্রাবাদে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মতে এই সংস্থা মানসিক প্রতিবন্ধীতা সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্স পরিচালনা করে পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান প্রশিক্ষণের মত কিছু স্বল্প মেয়াদী কোর্স এখানে পরিচালিত হয় ।কলকাতা, মুম্বাই ও দিল্লিতে এর তিনটে আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্থা অনুমোদিত প্রচুর সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

(3)All Yavar Jung National Istitute for Hearing Handicapped (NIHH):-
1983 খ্রিস্টাব্দে মুম্বাই তে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্স, বিএড কোর্স এবং এম এড কোর্স পরিচালনা করে। দিল্লি কলকাতা এবং ভুবনেশ্বর স্থিত এই সংস্থার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং এর সহযোগী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও পরিচালিত হয়।

➢ পদ্ধতি(METHOD) :-

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এই প্রকল্পটি বর্ণনা মূলক গবেষণা অন্তর্গত। বর্ণনামূলক গবেষণা হলো প্রচলিত বা চালু কোন ঘটনা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থার কোন নিয়ন্ত্রণ না করে সেই সম্পর্কিত বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা।তার ভিত্তিতে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বর্ণনামূলক ঘটনা গুলির অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণনামূলক গবেষণা হবে বর্ণনাযোগ্য পর্যালোচনা যোগ্য । বর্ণনামূলক গবেষণার তথ্য সমূহ সঠিক বস্তু ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে এবং বস্তুটি সম্পর্কে পূর্ণ ও সঠিক চিত্র যাতে পাওয়া যায় সেরূপ বর্ণনা বিস্তারিত হতে হবে।

➢ পর্যায়(PROCEDURE):-

বর্ণনামূলক গবেষণার প্রক্রিয়া অন্যান্য গবেষণার প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন প্রকৃতির কারণ ।এই গবেষণার বর্তমানে বর্ণনা ব্যাখ্যা মন্তব্য নিয়ে আলোচনা করে। বর্তমানে অবস্থা এবং পরিস্থিতি তুলে ধরে এই ধরনের গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে গুলি হল:-

1)সমস্যা নির্বাচন:-

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন বিষয়ক ক্ষেত্রের সমস্যা হতে পারে শিক্ষকের সর্বপ্রথম কাজ হবে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী সমস্যা নির্বাচন করে সেটিকে সমাধান করা।

2) সমস্যা ব্যক্ত করার প্রকল্প গঠন করা:-

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা হলে সেই বিষয়ে ব্যক্ত করা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গঠন করা

3)তথ্য সংগ্রহ:-

নির্বাচন ও নমুনা দলের ওপর নির্দিষ্ট কৌশল প্রয়োগ করা এবং বিভিন্ন ধরনের সামগ্রিক প্রয়োগ করা।

4) সরকারি আর্থিক সহায়তা:-

সরকারি আর্থিক সাহায্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩% আসন্ন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

5) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন পদ্ধতি:-

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধকতার কারণ স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করতে হবে ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিখন এর ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বধির, অন্ধ, মানসিক এবং শারীরিক অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন।

6) হীনমন্যতা দূর করা:

প্রতিবন্ধী শিশুদের হীনমন্যত দূর করার জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীর সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মেলামেশা করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক মিল বন্ধন ঘটবে ফলে তারা একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠবে।

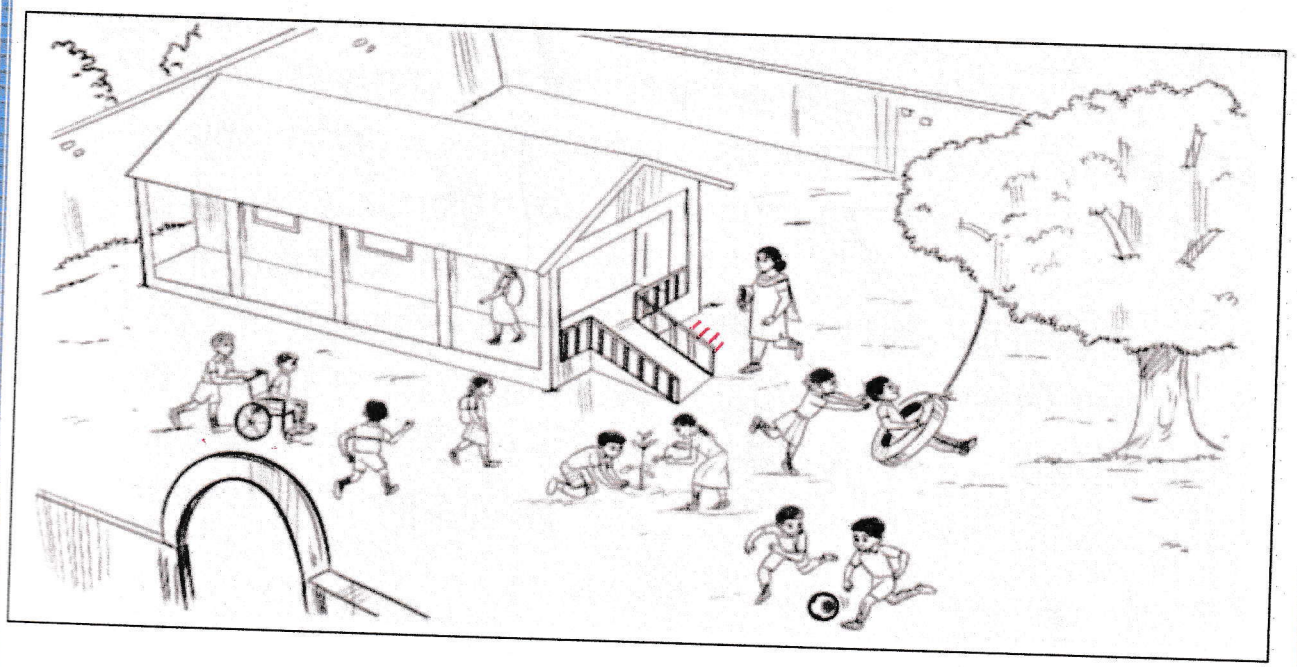

➢ তথ্য বিশ্লেষণ এবং আলোচনা(DATA ANALYSIS AND DISCUSSION):-

তথ্য বিশ্লেষণ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার মধ্যে অর্থপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি বের করে উপসংহার টানতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ কে সমর্থন করার জন্য বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষা করা সমস্যা চিহ্নিত করা সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ করা তথ্য বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত।

A.ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে রেখে মৃদু মাত্রায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা:-

একটি ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের যত্নশীল শিক্ষা প্রদানের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা উপস্থাপন করে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রতিস্থাপন করে এর মূল উপাদান গুলি হল:-

1. **সতর্কতার সাথে শিক্ষা:-**
   প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য একটি চিন্তাশীল এবং মনোযোগী পদ্ধতির পরামর্শ দেয় এটি তাদের অন্যান্য চ্যালেঞ্জ এবং শক্তির বিবেচনা করে।
2. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ:-**
   প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে কাজ করা শিক্ষক এবং কর্মীদের তাদের অন্যান্য চাহিদাগুলি কার্যকর ভাবে সমাধান করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত এটি সতর্ক শিক্ষা প্রদানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
3. **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা:**
   আধুনিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি একটি অপরিহার্য নীতি প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিবন্ধী ছাড়া তারা সহকর্মীদের মতো একই পরিবেশে শিক্ষিত বা সামাজিক পৃথক ক্রিয়া কে উৎসাহিত করে এবং সমস্ত ছাত্রদের সাথে উপকারী হতে পারে।

4.একটি ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের চ্যালেঞ্জ:-

যদিও শিক্ষায় নমনীয়তা উপকারী হতে পারে এটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে স্বাধীনতা এবং কাঠামোর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে শিক্ষার্থীরা একাডেমী এবং সামাজিকভাবে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন এবং নির্দেশনা পায়।

মৃদু প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষিত করার জন্য একটি উদ্ভাবনী এবং স্বতন্ত্র পদ্ধতির পরামর্শ দেয় তবে কিভাবে শিক্ষার পরিবেশে স্বাধীনতা এবং কাঠামোর মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা যায় এবং কিভাবে এই শিশুদের অন্যান্য চাহিদা গুলি কার্যকর ভাবে পূরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা যায় সে সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। যা শিক্ষার ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে বিবেচনা গবেষণা এবং আলোচনা প্রয়োজন।

B.চাহিদা সম্পূর্ণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া:-

সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা চাহিদা সম্পন্ন হয় কিন্তু সমাজের কারণে তারা নিজেকে গুটিয়ে নেয় শিক্ষার্থীর অন্যান্য চাহিদা এবং ক্ষমতার জন্য শিক্ষার্থীকে অগ্রাধিকার দেয় এই সম্পর্কিত অন্তর নিহিততা এবং মূল বিষয়গুলি অনুসন্ধান করি।

1.সর্বজনীনতা:-

সমস্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্যই শিক্ষার দার উন্মুক্ত করতে হবে কোন অবস্থাতেই কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক।

2.ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ:-

প্রতিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীকে দিনের অন্তত কিছুটা সময় রিসোর্স কক্ষ বা বিশেষ কক্ষের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ দিতে হবে যা তার বিশেষ চাহিদার সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্ক যুক্ত হবে।

3. ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র :-

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের স্বতন্ত্র লক্ষ্য করা যায় ।এই স্বতন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন কি একজন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্র দেখা যায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ভিন্নমুখী স্বতন্ত্রকে গুরুত্ব দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

4.যথাযথ প্রশিক্ষণ:-

কোন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা করার পূর্বে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে প্রশিক্ষণ চলাকালীন অন্তবর্তী বিভিন্ন মূল্যায়নের মাধ্যমে তার শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ করা হবে।

C.সহপাঠী প্রতিবন্ধী শিশুর প্রতি সাধারণ ক্লাসের স্বাভাবিক শিক্ষার্থীর মানসিকতা উন্নত করার এবং সহযোগী মনোভাব গঠনের উপায় নির্ধারণ করা:-

স্বাভাবিক শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার্থীদের মানসিকতা উন্নত করার উপায় নির্ধারণ করা এবং তাদের প্রতিবন্ধী সহ ছাত্রদের প্রতি একটি সহযোগিতা মূলক মনোভাব তৈরি করা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা এবং সামাজিক একীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে সম্মোধন করে এটি প্রতিবন্ধী সহ প্রতিবন্ধীদের প্রতি প্রতিবন্ধী বিহীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি ইতিবাচক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মানসিকতা গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরে এই সম্পর্কে বিশদে নিম্ন আলোচনা করা হলো :-

1. **অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব:**
   অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রতিবন্ধী অক্ষমতাহীন উভয় শিক্ষার্থীকে উপকৃত করে এবং এটি সকল ছাত্রদের মধ্যে সহানুভূতি বোঝা পড়া এবং একত্রিত হওয়াবোধ জাগিয়ে তোলে।
2. **পিয়ার সাপোর্ট এবং ফ্রেন্ডশিপ:**
   ছাত্রদের বন্ধুত্ব গঠনে উৎসাহিত করা এবং তাদের প্রতিবন্ধী সমবয়সীদের সহায়তা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক সম্পর্ক সকল শিক্ষার্থীর জন্য উন্নত অ্যাকাডেমী এবং সামাজিক ফলাফলের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

D. প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি শিখন প্রক্রিয়া, প্রভৃতি উন্নত করতে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করা প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার পদ্ধতির শেখার প্রক্রিয়া ইত্যাদির উন্নতির জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা শিশুদের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য একটি প্রতিশ্রুতি নির্দেশ করে সম্ভবত যারা অন্যান্য চ্যালেঞ্জে সম্মুখীন হয় বা বিশেষ বিশেষ চাহিদা এই সম্পর্কে নিম্ন বিশদে আলোচনা করা হলো:-

1.অন্তর্ভুক্তি এবং মূলধারা:-

কিছু ক্ষেত্রে ,লক্ষ্য হতে পারে এই শিশুদের যথা সম্ভব নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে একইভূত করা শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞ সহায়তা এবং থাকার ব্যবস্থা করে এই প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে সাহায্য করতে পারেন।

2.পেশাদার বিকাশ:-

এই শিশুদের সাথে কাজ করা শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদদের কার্যকর কৌশল বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। সর্বোত্তম অনুশীলনের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য চলমান পেশাদার বিকাশ অপরিহার্য।

3. সহায়ক যুক্তি:-

শিশুদের চাহিদার উপর নির্ভর করে প্রযুক্তি তাদের শিক্ষার অভিজ্ঞতা উন্নত করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এতে যোগাযোগ ডিভাইস অভিযোজিত সফটওয়্যার বা অন্যান্য সহায়কপ্রযুক্তির ব্যবহার জড়িত থাকতে পারে।

4. স্বতন্ত্র শিক্ষা পরিকল্পনা:-

স্বতন্ত্র শিক্ষা পরিকল্পনা প্রায় শো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য ব্যবহৃত হয় এই পরিকল্পনাগুলি প্রতিটি শিশুর অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ,থাকার ব্যবস্থা এবং পরিষেবা গুলি রূপ রেখা দেয়

E. শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা :

প্রাক্ষোভিক এবং বিশৃঙ্খলায় আক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন তবে যেহেতু এই জাতীয় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক খুব ও সহজ নয় তাই বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকদেরকেই এই শিশুদের পরিচালনার সাধারণ কিছু দিক সম্পর্কে অববাহিত হতে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে হয় এই দায়িত্বের ক্ষেত্রগুলি হল:-

1) প্রাক্ষোভিক বিশৃংখল শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাকে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ এগিয়ে চলতে হবে।

2)শিক্ষার্থীদের কাছে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদাগুলি সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হয় ।তবে এই চাহিদা বা আসা-আকাঙক্ষা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হতে হবে।

3)শিক্ষার্থীর যে কোন কাজের উৎকর্ষকে উৎসাহ দিতে হবে। কখনোই শাস্তি বা ভয় দেখানো যাবে না।

4)অন্যান্য স্বাভাবিক সহপাঠীদের মনোভাব ও আচরণ জাতীয় প্রাক্ষোভিক বিশৃংখল শিশুর প্রতি সুস্থ এবং সুন্দর হয় শিক্ষককে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

F. বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভাগ করে এবং পারস্পরিক বোঝা পড়ার ভিত্তি ধীরে ধীরে সামাজিক দূরত্ব হ্রাস করুন এটি সম্প্রদায় বা সমাজের মধ্যে বৃহত্তর সামাজিক সংহতি এবং সংহতি গড়ে তোলার জন্য একটি কৌশল প্রস্তাব করে, এটি ভাগ করা অভিজ্ঞতা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়াকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন পটভূমি সংস্কৃতি বা সামাজিক গোষ্ঠীর লোকদের কাছাকাছি আনার একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা বোঝায় এই সম্পর্কে আরো বিশদে বিবেচনা করা হলো:-

1.সামাজিক একীকরণ :-সামাজিক দূরত্ব হারাস করা প্রয়োজন সামাজিক একইকরণের সাথে যুক্ত থাকে যা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এর ব্যাক্তিদের একটি ভাগ করা সমাজে সমান হিসেবে একত্রিত হওয়া।

2.ভাগ করার সুবিধা:-

ভাগ করা সুবিধা গুলি মানুষকে একত্রিত করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে তারা একটি সাধারন ভিত্তি প্রদান করে যেখানে ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারে এবং সহযোগিতা করতে পারে এবং সম্পর্কে তৈরি করতে পারে যা কুসংস্কার কমাতে সাহায্য করে।

3.বৈচিত্র প্রচার:-

বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড এর লোকেদের সুবিধাগুলি ভাগ করে এবং একসাথে ক্রিয়া-কলাপে জড়িত হতে উৎসাহিত করা বৈচিত্র্যকে উন্নীত করতে এবং একটি সম্প্রদায় বা সমাজের সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করে।

4.শিক্ষা এবং সচেতনতা:-

পারস্পারিক বোঝাপড়া প্রায়শ শিক্ষা এবং সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে সহজতর হয় যা মানুষের মধ্যে সাধারণ তা তুলে ধরে এবং কুসংস্কার ও বৈষম্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেনতা বাড়ায়।

F.প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হতাশা হীনমন্যতা দূর করা:-

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের হতাশা এবং হীনমন্যতা দূর করা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মানসিক ও মানসিক সুস্থতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার একটি মৌলিক লক্ষ্য কে হাইলাইট করে, ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা মূল্যবান সমর্থিত এবং ক্ষমতায়িত বোধ করে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে এ সম্পর্কে আরো বিশদে বিবেচনা করা হলো

1.অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা:-

অক্ষম শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা এবং হীনমন্যতা মোকাবেলার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অনুশীলন অত্যাবশ্যক যখন এই ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে তাদের অক্ষম সহকারীদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়

তখন এটি একত্রিত হওয়ার অনুভূতি বাড়াতে পারে এবং বিচ্ছিন্ন তার অনুভূতি কমাতে পারে।

2.স্বতন্ত্র সহায়তা:-

প্রতিটি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অন্যান্য চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ রয়েছে হতাশা দূরীকরণ ও আত্মসম্মান বৃদ্ধির জন্য এই ব্যক্তিগত চাহিদাগুলি পূরণের জন্য সহায়তা এবং থাকার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

3.শিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন:-

শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়নের ক্ষমতা রয়েছে। তাদের সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদান করে একটি তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে এবং হীনমন্যতার অনুভূতি কমাতে পারে।

এটি শিক্ষাবিদদের ছড়িয়ে যাওয়ার এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতা এবং আত্মসম্মানে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে। এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহায়ক শিক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করা যা হতাশা এবং হীনমন্যতা দূর করে এই ছাত্রদের উন্নতি করতে এবং তাদের পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছানোর জন্য অপরিহার্য এটির জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির প্রয়োজন যা শিক্ষাবিদ সহকর্মী পরিবার এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়কে একটি শিক্ষা কত অভিজ্ঞতা কে লালন ও ক্ষমতায়ন করার জন্য একসাথে কাজ করে।

➢ উপসংহার(CONCLUSION):-

উপরিক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারি প্রতিবন্ধী শিশুদের সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের জন্য জনগণ এবং সরকারকে আরো এবার বহুমুখী ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের শারীরিক এবং মানসিক অক্ষমতা ধরুন তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজন আছে সেগুলি পূরণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিজের অক্ষমতাটা যেন তাদের ভবিষ্যতের বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়েও নজর রাখা প্রয়োজন আছে।

তাই আমার মনে হয় প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য থাকা প্রয়োজন সেগুলি হল-

■ প্রতিবন্ধীদের প্রতি কর্তব্য পালনের গুরুত্ব:

- বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য যেসব শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এগুলি প্রয়োজনীয় জিনিস।
- বেশিরভাগ অভিভাবক অভিভাবিকা এই ধরনের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে উদাসীন থাকেন।
- শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য মাঝে মাঝে চিকিৎসা দ্বারা তত্ত্বাবধানে প্রয়োজন।
- সাধারণ শিশুদের মতোই শারীরিক প্রতিমন্ত্রী শিশুদের সারাদিনের অনেকটা সময় কাটে বাড়িতে বা পরিবারের মধ্যে শিশু দেখাশোনার প্রয়োজন হয়। অভিভাবকদের সচেতনতা এবং উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে প্রয়োজনমতো দেখাশোনা সম্ভব হয় না যার ফলে সমস্যা দেখা দেয় এই সব নেতিবাচক দিকগুলি আমাদের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

➢ Reference:-

আমার এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমি রেফারেন্স বই ও ওয়েবসাইট এবং শিক্ষকদের সাহায্য নিয়ে আমি এই প্রকল্পটি সম্পন্ন করেছি সেগুলি নিম্নে বর্ণিত করা হলো ------

- ডক্টর অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী মহ: মিজাইরুল ইসলাম
  শিক্ষার ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহ

- ডক্টর প্রণব কুমার চক্রবর্তী ডক্টর প্রদীপ রঞ্জন রায় ডক্টর জয়ন্ত মেটে
  সর্বসমবিষ্ট শিক্ষা

- ডাক্তার দেবব্রত দেবনাথ শ্রী অতীশ কুমার দেবনাথ
  ব্যক্তিক্রম ধর্মী শিশু ও তার শিক্ষা

- **Website:** https://en.wikipedia.org

- **যুগান্তর**

- **BANGLA EDUCATION:**
  https://digiexamguide.com